অ্যাবস্ট্রাক্ট ফটো ম্যানিপুলেশন

আহমদ ওয়াহিদ মাসুদ

কমবেশি সবাই ফটোশপের সাথে পরিচিত। এটি অ্যাডোবির একটি পণ্য এবং আধুনিক ফটো এডিটিংয়ের প্রায় সব ধরনের কাজ ফটোশপ দিয়ে করা যায়। ফটোশপের সবচেয়ে আধুনিক ভার্সন হলো সিএস৬। গ্রাফিক্সের এ পর্বে ফটোশপ দিয়ে কিছু ফটো ম্যানিপুলেশন টেকনিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একটি সাধারণ ছবির সাথে বিভিন্ন এলিমেন্ট যুক্ত করে বিভিন্ন ইফেক্ট দেয়াকেই সাধারণত ম্যানিপুলেশন এডিটিং হিসেবে ধরা হয়। তবে এ লেখায় এডিটিং ছবির মূল অবজেক্টের সাথে না হয়ে অন্যান্য এলিমেন্টের সাথে হয়েছে। এ কারণেই একে অ্যাবস্ট্রাক্ট বলা হয়েছে।

অ্যাবস্ট্রাক্ট ম্যানিপুলেশনের কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। এজন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সৃজনশীলতা। একের পর এক এডিট করে গেলেই কিন্তু ছবি দেখতে সুন্দর হয় না। আবার এমনও অনেক হয় যে অল্প একটু এডিট করেই একটি সাধারণ ছবিকে অসাধারণ করে তোলা যায়। আসলে ছবি সুন্দর হবে কিনা, তা নির্ভর করে পুরোটাই সৃজনশীলতার ওপর। এ লেখায় সৃজনশীলতার সাথে অ্যাডভান্সড মাস্কিং, লাইটেনিং এবং লেয়ার অ্যাডজাস্টমেন্টের কিছু কৌশল দেখানো হয়েছে।

প্রথমে ফটোশপে একটি নতুন ডকুমেন্ট খুলুন। ডকুমেন্টের সাইজ ১০২৪×১১০০ হলেই হবে। খেয়াল রাখতে হবে ডিপিআই যেন ৭২ পিক্সেল/ইঞ্চি থাকে। এবার চিত্র-১ ওপেন করুন। এখানে এডিট করার জন্য ব্যবহারকারী চাইলে পছন্দমতো অন্য কোনো ছবিও এডিট করতে পারেন। তবে ছবি পরিবর্তন হলে এডিটিংয়ের বিষয়গুলোও যে একই থাকবে এমনটি বলা যায় না। তাই ভালো হয় নিচের কৌশলগুলো অনুসরণ করে এই ছবিটি আগে একবার এডিট করা। তাহলে এডিটিংয়ের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে একটি ধারণা পাবেন। পরে সেগুলো ব্যবহার করে ইউজার নিজের ইচ্ছেমতো ছবি এডিট করতে পারেন।

ছবির মেয়েটি এখানে এডিটিংয়ের মূল অবজেক্ট। তাই এ ছবিটিকে সবার আগে মূল ক্যানভাসে পরিণত করতে হবে। এজন্য ছবিতে ক্লিক করে ম্যাজিক ওয়ান্ড টুল সিলেক্ট করুন। এটি মূলত সিলেকশনে ব্যবহার হওয়া একটি প্রয়োজনীয় টুল। এ টুল ব্যবহার করার আগে টুল সম্পর্কে একটু জেনে নেয়া ভালো। ম্যাজিক ওয়ান্ড টুল দিয়ে ক্যানভাসের কোনো জায়গায় ক্লিক করলে ওই পিক্সেলের আশপাশের একই ধরনের যত পিক্সেল আছে সব সিলেক্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ ক্যানভাসে যদি অনেক জায়গা জুড়ে একই কালার থাকে, তাহলে তাকে সিলেক্ট করার জন্য ম্যাজিক ওয়ান্ড টুল ব্যবহার করা যায়। তবে খেয়াল রাখতে হবে টুল দিয়ে যেখানে ক্লিক করা হবে তার আশপাশে শুধু তার অনুরূপ পিক্সেলগুলোই সিলেক্ট হবে। আশপাশের পিক্সেলগুলোর কালার যদি কোনো কারণে একটি ভিন্ন হয়ে থাকে, তাহলে তা ম্যাজিক ওয়ান্ড টুল দিয়ে সিলেক্ট করা যাবে না। এর শর্টকাট কি হলো W। সিলেক্ট করার পর তা ড্র্যাগ করে মূল ক্যানভাসে এনে লেয়ারটির নাম দিন 'গার্ল'।

এবার কিছুটা গ্র্যাডিয়েন্ট দিতে হবে। এজন্য গ্র্যাডিয়েন্ট টুল ওপেন করে গ্র্যাডিয়েন্ট টাইপ সলিড এবং স্মুথনেস ১০০% সিলেক্ট করুন। এবার কালার এরিয়ার বামে সাদা এবং ডানে হাল্কা গ্রে সিলেক্ট করুন। ক্যানভাসের ওপরে গ্র্যাডিয়েন্টের কয়েকটি অপশন আছে। সেখান থেকে র‍্যাডিয়েল গ্র্যাডিয়েন্ট সিলেক্ট করুন। এবার তা ক্যানভাসে অ্যাপ্লাই করুন।

গ্র্যাডিয়েন্ট টুল ফটোশপের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টুল। এখানে গ্র্যাডিয়েন্ট টুল ব্যবহার করার সময় দুটি কালার সিলেক্ট করা হয়েছে। একটি সাদা এবং আরেকটি গ্রে। এ দুটি কালার দিয়ে গ্র্যাডিয়েন্ট অ্যাপ্লাই করলে, যেখানে অ্যাপ্লাই করা হবে সেখানে এ দুটি কালারের একটি মিলিত ইফেক্ট পড়বে। ইফেক্টটি অনেকটা এরকম, যেনো সাদা কালার আস্তে আস্তে গ্রে হয়ে যাচ্ছে। এখন ইউজার ইচ্ছে করলে ইফেক্টের ধরন পরিবর্তন করে নিজের ইচ্ছেমতো দিতে পারেন। অর্থাৎ কোন দিকে কোন কালার থাকবে বা কালারগুলোর অবস্থান কেমন হবে অথবা কয়টি কালার থাকবে ইত্যাদি। বাই ডিফল্ট লিনিয়ার গ্র্যাডিয়েন্ট সিলেক্ট করা থাকে। এর অর্থ সরলরেখা বরাবর গ্র্যাডিয়েন্ট ইফেক্ট পড়বে। কিন্তু র‍্যাডিয়েল গ্র্যাডিয়েন্ট সিলেক্ট করার ফলে ধরন সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাবে। ইফেক্টটি অনেকটা এমন হবে যেনো কেন্দ্রে সাদা কালার এবং চারদিকে আস্তে আস্তে গ্রে কালার হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলে কালারের অবস্থানও পরিবর্তন করা যায়। যেমন ইউজার যদি চান যে কেন্দ্রে গ্রে থাকবে তাহলে তা গ্র্যাডিয়েন্ট অপশন থেকে সিলেক্ট করে দিতে হবে। গ্র্যাডিয়েন্ট অপশন ওপেন করার পর কালার এরিয়াতে বামে সাদা এবং ডানে গ্রে কালার রাখা হয়েছিল। এখানে কালারের অবস্থান পরিবর্তন করে দিলে অর্থাৎ বামে গ্রে এবং ডানে সাদা কালার দিয়ে দিলে মূল ছবিতে কালারগুলোর অবস্থান পরিবর্তন হয়ে যাবে। কালার পরিবর্তন করার জন্য কালার এরিয়ার ঠিক ওপরের দিকে এবং নিচের দিকে কয়েকটি কালারের কার্সর আছে। এগুলোতে ক্লিক করলে কালার সিলেক্ট করার অপশন চলে আসবে। আবার কালার কার্সরগুলো টেনে সরিয়ে দিলে একই ইফেক্ট ভিন্নভাবে দেখা যাবে। আর ইউজার যদি নতুন কালার অ্যাড করতে চান তাহলে কালার কার্সরগুলোর পাশে শুধু ক্লিক করলেই নতুন কার্সর চলে আসবে। তখন সেই নতুন কার্সরে পছন্দমতো কালার সেট করে সহজেই নতুন কালার অ্যাড করা যাবে।

এবার নতুন টেক্সচার অ্যাড করার পালা। টেক্সচার হিসেবে চিত্র-২ বেছে নেয়া হয়েছে।

চিত্র-১

চিত্র-২

চিত্র-৩

ছবিটি একটি নতুন লেয়ারে ওপেন করুন। লেয়ারটির নাম দিন 'টেক্সচার'। লেয়ারটিকে মূল লেয়ারের নিচে রাখলে এটি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে দেখাবে। লেয়ার সম্পর্কে একটি কথা না বললেই নয়। এটি লেয়ার সম্পর্কে বেসিক ধারণা। কোনো ছবিতে অনেকগুলো লেয়ার থাকলে যে লেয়ারটি ওপরে থাকবে সেই ছবিটি ওপরে দেখাবে। তাই এখানে টেক্সচারের ওপরে যেহেতু মেয়েটি আছে, তাই টেক্সচারকে নিচে দেখাবে, অনেকটা ইয়াকগ্রাউন্ডের মতো। এখন টেক্সচার লেয়ারের আইকনে ডাবল ক্লিক করলে লেয়ার অপশন বা ব্লেন্ড অপশন চলে আসবে। এখানে লেয়ারের বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট আছে। ইউজার নিজের পছন্দমতো কোনো ইফেক্ট এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। যেমন প্রথমেই অপাসিটি অপশনের কথা বলা যাক। এটি সম্পূর্ণ লেয়ারের ওপর ইফেক্ট ফেলে। অপাসিটি ১০০% থেকে কমিয়ে আনলে লেয়ারটি কম দৃশ্যমান হবে। আবার লেয়ারের ওভারলে মোড পরিবর্তন করলে লেয়ারটি ভিন্ন ভিন্ন ইফেক্ট সহকারে মেয়েটির সাথে যুক্ত হবে। আপাতত অপাসিটি ১০০% এবং ওভারলে মোড নরমাল রাখা হয়েছে।

এবার টেক্সচার লেয়ার সিলেক্ট করা অবস্থায় T চেপে ট্রান্সফর্ম টুল সক্রিয় করুন। এ টুলের সাহায্যে সিলেক্টেড ছবি ইউজার ইচ্ছেমতো রিসাইজ করতে পারেন। এখন টেক্সচারটিকে মেয়েটির লেয়ারের সমান রিসাইজ করলে দু'টি লেয়ারই একই রেজ্যুলেশনে চলে আসবে। ট্রান্সফর্ম সম্পন্ন করলে মনে হবে মেয়েটির লেয়ারের ব্যাকগ্রাউন্ড হলো টেক্সচার লেয়ার। এবার টেক্সচারের অপাসিটি ২৫%-এ আনুন। ব্যাকগ্রাউন্ডের দৃশ্যমান সাধারণত একটু কম থাকে, বেশি থাকলে মূল ছবিটি তেমন হাইলাইট হয় না।

চিত্র-৪

চিত্র-৫

এবার ব্রাশ টুল সিলেক্ট করুন। ব্রাশ টুলের সেটিং হলো : সাইজ ২ পিক্সেল, হার্ডনেস ১০০%, অপাসিটি ১০০%, ফ্লো ১০০%, কালার #০০০০০০ অর্থাৎ কালো। এবারে P চেপে পেন টুল সিলেক্ট করুন এবং চিত্র-৩-এর মতো একটি স্ট্রোক পাথ তৈরি করুন। এবার স্ট্রোক বক্স ওপেন করে ব্রাশ সিলেক্ট করলে পেন টুলের স্ট্রোক পাথ বরাবর ব্রাশ টুলের ড্রয়িং পাওয়া যাবে।

ফটোশপের আরেকটি প্রয়োজনীয় টুল হলো পেন টুল। পেন টুল দিয়ে সরাসরি কোনো ইফেক্ট দেয়া যায় না। এর মূল কাজ হলো একটি স্ট্রোক পাথ তৈরি করা। সেই পাথ বরাবর পরে যেকোনো টুল দিয়ে ইফেক্ট দেয়া যায়। পেন টুল দিয়ে নিখুঁত শেপ আঁকা সম্ভব। তবে এ টুলটি ব্যবহার করা একটু কঠিন। একবার ব্যবহার শিখে গেলে ইউজার পেন টুল দিয়ে সরলরেখা, এলিপ্স ইত্যাদি বিভিন্ন শেপের পাথ তৈরি করতে পারেন। আর পাথ তৈরি করা হয়ে গেলে সে পাথে অন্য যেকোনো টুল দিয়ে ড্রয়িং করা যায়। যেমন ইউজারের দরকার ব্রাশ টুল দিয়ে একটি নিখুঁত ওয়েভ শেপ আঁকা। শুধু ব্রাশ টুল ব্যবহার করলে তা আঁকাবাঁকা হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু পেন টুল দিয়ে পাথ তৈরি করে তাতে ব্রাশ টুল দিয়ে স্ট্রোক করলে আর আঁকাবাঁকা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

পেন টুলে স্ট্রোক করা হয়ে গেলে আবার পাথটি সিলেক্ট করে ডিলিট করুন। তাহলে শুধু ব্রাশের ড্রয়িংটি থেকে যাবে (চিত্র-৪)। একইভাবে আগের লাইনটির পাশে আরেকটি লাইন ড্র করুন। এবার আবার ব্রাশ টুল সিলেক্ট করুন। ব্রাশ টুলের '১৫ গ্রাঞ্জ পিএস ব্রাশ' প্রোফাইলটি সিলেক্ট করুন। প্রোফাইল সিলেক্ট

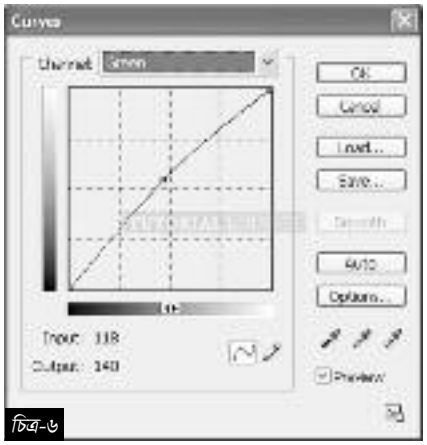

চিত্র-৬

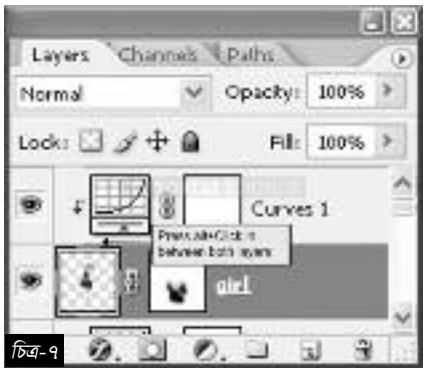

চিত্র-৭

করার জন্য ক্যানভাসে রাইট করে ব্রাশ প্রোফাইল অপশন আনুন। সেখান থেকে স্ক্রল করে নিচে নামলে প্রোফাইলটি পাওয়া যাবে। ব্রাশের মাস্টার ডায়ামিটার ৮০ পিক্সেলে রাখুন। এবার লেয়ার প্যালেটের নিচে মাস্কের অপশন থেকে একটি ভেক্টর মাস্ক তৈরি করুন। এবার ব্রাশ টুল অ্যাক্টিভেট করুন নিচের সেটিংসহ : সাইজ ৪০০ পিক্সেল, হার্ডনেস ০%, অপাসিটি ৪০%, ফ্লো ১০০%, কালার #০০০০০০। এবার মেয়েটির লেয়ার সিলেক্ট করে মেয়েটির ছবির নিচের দিকে পেইন্ট করুন। মজার ব্যাপার হলো, ব্রাশের কালার কালো সিলেক্ট করার পরও লেয়ারে পেইন্ট করলে কালো কালার না পড়ে ছবি মুছে যাবে। এটি হবে লেয়ার মাস্ক তৈরি করার জন্য। লেয়ার মাস্ক ফটোশপের আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফিচার। কোনো লেয়ারে মাস্ক সক্রিয় থাকলে তাতে কালো কালার করলে লেয়ারের মূল ছবি মুছে যায়, আর সাদা কালার করলে লেয়ারে কালো কালারের পেইন্ট হয়। সরাসরি ইরেজার দিয়ে না মুছে এভাবে মাস্ক দিয়ে মোছা মাস্কিংয়ের একটি জনপ্রিয় কৌশল। ইরেজার দিয়ে মুছলে তা পরে আর ফিরে পাওয়া যায় না। কিন্তু মাস্কিংয়ের মাধ্যমে মুছলে যেকোনো সময় মুছে ফেলা অংশটুকু আবার ফিরে পাওয়া যায়। কারণ মাস্কে যে অংশে কালো কালার করা হয় সে অংশ মুছে যায়। তাই কোনো মুছে ফেলা অংশ আবার ফিরে পেতে শুধু ওই কালো কালার মুছে ফেললেই হলো। এটি করা প্রয়োজন। কারণ, এডিটিংওয়ার এক পর্যায় এসে ইউজারের মনে হতে পারে মূল ছবি থেকে একটু বেশি মুছে ফেলা হয়েছে। সুতরাং ভুল করে বেশি মুছে ফেললে তা যেনো আবার ফিরে পাওয়া যায় এ কারণে মাস্কিং করা প্রয়োজনীয়।

এবার যেকোনো গ্রাঞ্জ ফটোশপ ব্রাশ দিয়ে চিত্র-৫-এর মতো পেইন্ট করুন। একই জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন ব্রাশ ব্যবহার করা যেতে পারে। এবার একটি কার্ভ অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার তৈরি করুন। এজন্য ক্রিয়েট নিউ ফিল→অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার বাটনে ক্লিক করলেই হবে। বাটনটি লেয়ার উইন্ডোতে থাকে। অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার বক্স ওপেন হলে চিত্র-৬ এবং চিত্র-৭-এর মতো সেটিং ইনপুট দিন।

মূল ছবির এডিটিংয়ের কাজ আপাতত শেষ। এবার কিছু অতিরিক্ত অবজেক্ট বসানোর পালা। মেয়েটির নিচে একটি ল্যাম্প বসানো হবে। এজন্য পছন্দমতো একটি ল্যাম্পের ছবি

চিত্র-৮

(বাকি অংশ ৭৩ পৃষ্ঠায়)

অ্যাবস্ট্রাক্ট ফটো ম্যানিপুলেশন

(৬৯ পৃষ্ঠার পর)

ডাউনলোড করে নিন। এবার তা মূল ক্যানভাসে নতুন লেয়ার খুলে সেখানে পেস্ট করুন। লেয়ারটির নাম দিন 'ল্যাম্প'। লেয়ারটি টেক্সচার লেয়ারের ওপরে রাখুন। খেয়াল রাখতে হবে ক্যানভাসে শুধু ল্যাম্পের ছবি যুক্ত করতে হবে। তাই শুধু ল্যাম্পের ছবি না পেলে তা কেটে নিতে হবে। এজন্য ল্যাম্পের ছবি থেকে যেকোনো সিলেকশন টুল ব্যবহার করে শুধু ল্যাম্প সিলেক্ট করুন। এবার ইনভার্স সিলেক্ট করে ল্যাম্প ছাড়া বাকি অংশগুলো সিলেক্ট করুন। এখন ডিলিট প্রেস করলে ল্যাম্প ছাড়া বাকি অংশগুলো ডিলিট হয়ে যাবে। ল্যাম্প কাটা সম্পন্ন হলে তা রিসাইজ করতে হবে। এখানে ল্যাম্পের সাইজ তুলনামূলক অনেক ছোট হবে। তাই সিলেকশন বা ল্যাম্পের বাড়তি অংশ কাটা যদি একেবারে নিখুঁত না হয় তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। এবারে পছন্দমতো একটি ব্রাশ সিলেক্ট করে পিঙ্ক কালার সিলেক্ট করুন। এবার ল্যাম্প থেকে মেয়েটির নিচ পর্যন্ত স্মোক ড্র করুন যেনো দেখলে মনে হয় ল্যাম্প থেকে মেয়েটি বেরিয়ে আসছে। চাইলে স্মোকে কিছুটা গ্র্যাডিয়েন্ট ইফেক্টও যুক্ত করা যায়। স্মোকের অপাসিটি কমিয়ে ৬০% রাখুন। ল্যাম্পের মতো একটি পাখির ছবি কেটে মেয়েটির পাশে বসিয়ে দিন। একইভাবে রিসাইজ করে নিন, যাতে তা মূল ছবির সাথে দেখতে মানানসই হয়। পাখিটির অপাসিটি কমিয়ে ৭০% আনুন। এবার মূল ছবির বিভিন্ন জায়গায় পছন্দমতো র‍্যাডিয়াল গ্র্যাডিয়েন্ট বা গ্লেয়ার যুক্ত করুন। যদি এটি করা কঠিন মনে হয় তাহলে গ্র্যাডিয়েন্টের একটি টেক্সচার এনে অপাসিটি একদম কমিয়ে (১০%-এর মতো) মূল ক্যানভাসে বসিয়ে দিন। সব শেষে ছবিটি দেখতে চিত্র-৮-এর মতো হবে।

ম্যানিপুলেশন এডিটিং একটি আর্ট। এটি ভালোমতো করার জন্য প্রয়োজন দক্ষতার। আর ফটোশপের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ফটো ম্যানিপুলেশন করা সম্ভব কজ

ফিডব্যাক : wahid_cseaust@yahoo.com